আজকের কাগজ

তারিখ 12 APR-1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

13

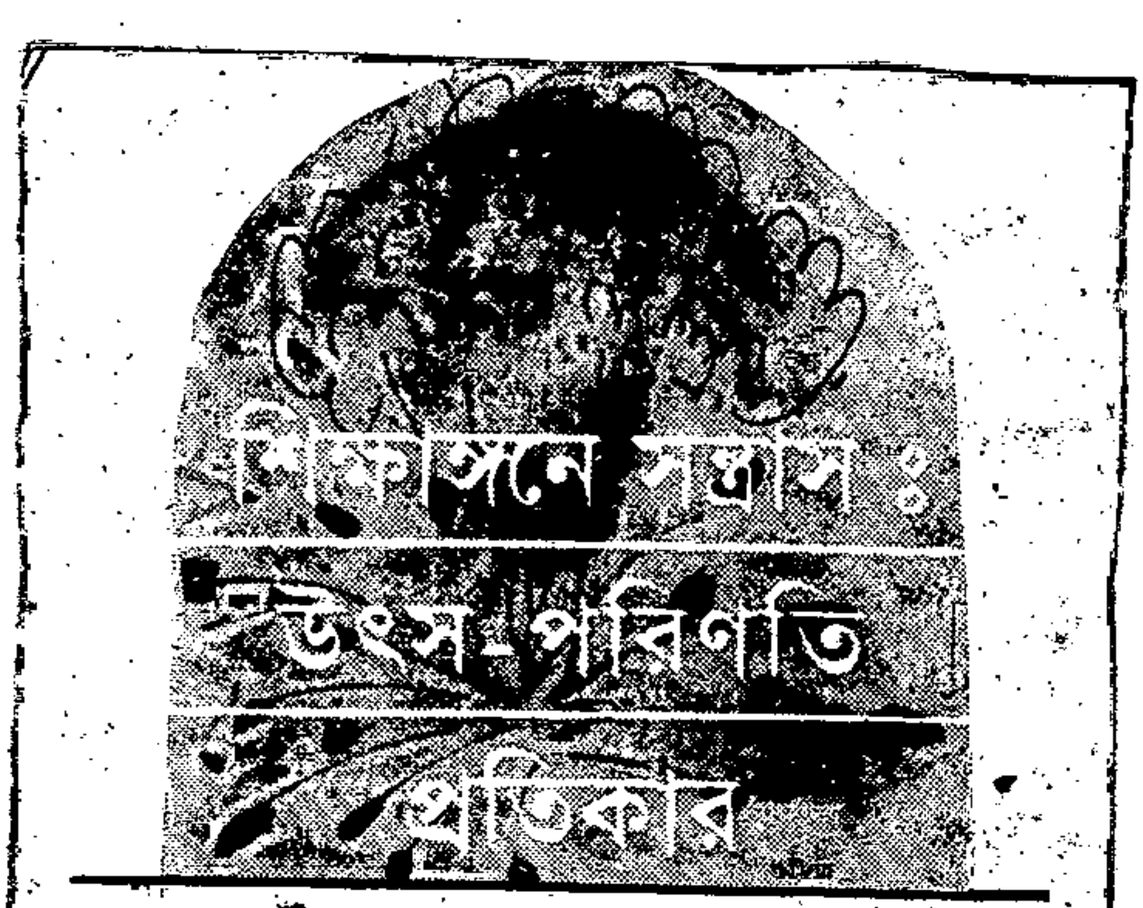

সৈয়দ কামরুল আহ্সান

পূর্ব প্রকাশের পর

আমার মতে, সেই সময় যারা জেনারেল জিয়ার ছাত্র সংগঠনে যোগ দিতেন তারা ব্যবসা বাণিজ্যে, ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতেন। সন্ত্রাস করার জন্য তাদের থাকতো অবাধ অধিকার। পুলিশ তাদেরকে-দেখেও না দেখার ভান করতো। অপর পক্ষে যে সকল দক্ষ রাজনৈতিক সংগঠক তার দলে যোগদানে অস্বীকৃতি জানাতেন তাদেরকে নানাভাবে হয়রানি করা হোত। কারও কারও জীবনের ওপর আসতো হুমকি। দেয়া হতো মিথ্যা মামলা।

১৯৭৫-এ যখন সামরিক শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতা বদল হয় তখন আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর ওপর নেমে আসে এক সন্ত্রাসী আক্রমণ। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে তদানীন্তন জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগ, জাতীয় ছাত্রদল, শফিউল আলম প্রধানের গ্রুপসহ অনেকেই তখন মুজিব সৈনিকদেরকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন সামরিক সরকারের নিজস্ব ছাত্র সংগঠন না থাকাতেই তারা তখন জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগ, জাতীয় ছাত্রদল প্রভৃতি সংগঠনগুলোকে সর্বপ্রকার সহায়তা দিতে থাকে। এমনিভাবে এক পর্যায়ে ক্যান্টনমেন্টে বসে জেনারেল জিয়া নতুন দল গঠনের প্রক্রিয়ায় হাত দেন। তিনি সেই সাথে ছাত্র সংগঠন খোলার প্রক্রিয়াও চালু করেন। যে কাজে সেদিন ব্যবহৃত হয়েছিলো সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা এই গোয়েন্দা সংস্থাই তৎকালীন রাজনৈতিক সংগঠন ও শিক্ষাঙ্গনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসীদের দলে স্থান দেন। এই সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করতে যেয়ে তদানীন্তন ছাত্রলীগের নগর নেতা হান্নান-লিয়াকত মিথ্যা মামলায় জড়িত হয়ে দীর্ঘদিন কারাভোগ করেন।

আপোষ না করা ও জেনারেল জিয়ার দলে যোগ না দেয়ার কারণে তদানীন্তন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা আওরঙ্গকে সরকারী বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা ১৯৮০ সালের মার্চ মাসের দিকে ঢাকাস্থ সাকুরা হোটেলের পেছনে গুলি করে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু আওরঙ্গ সেদিন সেখান থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন।

১৯৮০ সাল তৎকালীন ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তুখোড় সংগঠক, মাহফুজুর রহমান বাবু তদানীন্তন গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা নির্যাতন ভোগ করে মারা যান। যার লাশটি পর্যন্ত তার পরিবার ফেরত পাননি।

জেনারেল জিয়ার দল গঠনের প্রাক্কালে দেখেছি তার দলে যোগ না দেয়ার পরিণতিতে কিছু উজ্জ্বল তারুণ্যের করুণ পরিণতি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিলো সাহসী তারুণ্য কাউসার ভাইকে। পুলিশী নির্যাতন ও মিথ্যা মামলার কারণে সেদিন দেশ ছাড়তে দেখেছি অনেক সাহসী তারুণ্যকে। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন কলাবাগানের ফিরোজ ভাই, রকেট ভাই। লালবাগের রিপন (যিনি চাইনিজ নামেও পরিচিত ছিলেন) এবং হাতিরপুলের জহর ভাইসহ নাম না জানা আরো অনেককে।

সেদিন দেখেছি আওয়ামী লীগের তদানীন্তন নেতৃত্ব এদেরকে নোংরাভাবে ব্যবহার করেছেন নিজেদের স্বার্থে। কিন্তু ঐ সকল ব্যবহৃত তারুণ্য বিপদে পড়লে তদানীন্তন আওয়ামী নেতৃত্ব তাদেরকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিতেও দ্বিধা করতেন। যা আমাকে মানসিকভাবে পীড়া দিত। সেই মুহূর্তে যারা দেশের বাইরে যেতে চাননি বা দেশে থেকে রাজনীতি করতে চেয়েছিলেন তারা দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন নির্যাতনের শিকার। ভাগ্যে ছিলো দিনের পর দিন কারাবাস।

সামরিক শাসন থাকার কারণে সে সময় সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতো। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে গিয়ে যারা সংঘটিত হচ্ছিলেন বা প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছিলেন তাদের অনেককে এই সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে নির্যাতনের শিকার হতে দেখেছি। এরশাদীয় শাসন আমলেও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের উপর নির্যাতন চালিয়ে ছিলেন, যে নির্যাতনের শিকার বর্তমান গণফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মান্নানসহ আরো অনেকে।

পরবর্তী কিস্তি ১৫ এপ্রিল

সৈয়দ কামরুল আহ্সান : প্রাক্তন ভিপি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।